গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
গাজীপুর জেলা কার্যালয়
ধানসিড়ি টাওয়ার
বাড়ী-৪৮/১৪(৩য় তলা), ব্লক-এ, সার্ডি রোড
চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর
www.doe.gov.bd

পরিবেশগত ছাড়পত্র

ছাড়পত্র নং: ২১-৬৫৮৪৯

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংযুক্ত শর্তে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো :

প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	:	Space Sweater Ltd
উদ্যোক্তার নাম	:	Syed Sadek Ahmed
সনাক্তকরণ নং	:	১১৭৭৮৫
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কার্যক্রম	:	সোয়েটার প্রস্তুত ও ওয়াশিং
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণী	:	Orange-B
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা	:	Holding no-Shi-145/1, Jogitala, Gazipur Sadar, Gazipur-1700
প্রদানের তারিখ	:	২৮ অক্টোবর ২০২১
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	:	২৭ অক্টোবর ২০২২

এ ছাড়পত্র সনদের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে,
অন্যথায় ছাড়পত্র বাতিল/ক্ষতিপূরণ আদায়সহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিঃদ্রঃ এটি একটি সিস্টেম জেনারেটেড ছাড়পত্র এবং এতে কোনোরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

পরিবেশগত ছাড়পত্র জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী:

১ . আপনার দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৬৫তম সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত (ক-২৭) মোতাবেক যোগিতলা, বাসন, গাজীপুর সদর, গাজীপুরে অবস্থিত "স্পেস সোয়েটার লিঃ" নামক সোয়েটার প্রস্তুত ও ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণসহ নিম্নলিখিত বিশেষশর্ত সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো

শর্তসমুহ :

২ . প্রতিষ্ঠানটির কোন কর্মকান্ড ও উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা কোনভাবেই পরিবেশ দূষণ করা যাবে না।

৩ . প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্ট সকল বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ অথবা পরিশোধনপূর্বক তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪ . প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষনমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমাণিত হলে অত্র দপ্তরের নিদের্শিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (স্থানান্তর/কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণ করতে আপনার প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে।

৫ . অত্র দপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতিত দাখিলকৃত তথ্যাদি যেমন-কারখানাটির অবস্থান, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন ক্ষমতার কোনরুপ পরিবর্তন করা যাবে না।

৬ . এ ছাড়পত্র ১,৫৬,৬৬৮.৯৩ বর্গফুট জায়গায় অবস্থিত কারখানাতে সোয়েটার নিটিং ও সোয়েটার ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কারখানাটিতে দৈনিক ১৫,০০০ (পনের হাজার) পিস সোয়েটার প্রস্তুত এবং ওয়াশিং করা হবে।

৭ . কারখানাটিতে ঘন্টায় ৬ থেকে ৮ ঘনমিটার তরল বর্জ্য সৃষ্টি হয় যা ১০ ঘনমিটার/প্রতিঘন্টা ক্ষমতার বায়ো-কেমিক্যাল ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন ব্যতিত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। পরিশোধনের পর চূড়ান্ত নির্গমনস্থলের পূর্বে নমুনা সংগ্রহের জন্য একটি পিট স্থাপন করতে হবে এবং নকশা অনুযায়ী কারখানার ইটিপির জন্য নির্ধারিত নির্গমনস্থল পরিবর্তন করা হলে নির্গমনস্থল পরিবর্তন করার যুক্তিসংগত কারন ব্যাখ্যাসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। চূড়ান্ত নির্গমনস্থলে তরলবর্জ্য নির্গমণের লাইন উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৮ . নিয়মিতভাবে প্রতি ৪ (চার) মাস অন্তর কারখানা নির্গত তরল বর্জ্যের গুণগত মান (যথাঃ পিএইচ, টিএসএস, ডিও, বিওডি ও সিওডি) বিশ্লেষণপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

৯ . কোন অবস্থাতেই তরলবর্জ্য কৃষিজমিতে/উন্মুক্ত জমিতে নির্গমন করা যাবে না।

১০ . অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ষ্টেয়ার কেইস, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকর রাখতে হবে। ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক প্রদত্ত সকল ধরনের নির্দেশনার প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

১১ . বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর সকল ধারা ও বিধির প্রতিপালন করতে হবে।

১২ . কারখানার ইটিপি কার্যকর না থাকলে বা নির্গত তরল বর্জ্যের মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে না থাকলে সাথে সাথে ওয়াশিং কাh©ক্রম বন্ধ রাখতে হবে। অতপর ইটিপি সংস্কার করে ওয়াশিং কার্যক্রম চালু এবং পরিশোধিত তরল বর্জ্যের মানমাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রায় এনে তা পরিবেশে নির্গমন করা যাবে।

১৩ . ছাড়পত্র জারীর ১ (এক) মাসের মধ্যে ইটিপি সৃষ্ট তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।

১৪ . ইটিপির ইনলেট এবং আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রিডিং রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ইটিপির জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপন করতে হবে এবং তার মিটার রিডিং রেকর্ড করতে হবে।

১৫ . তরল বর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবে না।

১৬ . কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭ . কারখানা কর্তৃপক্ষ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে। অন্যথায় কারখানার অনুকূলে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।

১৮ . কারখানার কর্মকান্ড দ্বারা মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ করা যাবে না। কার্রখানাতে কোনভাবেই পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, বিপনন, বাজারজাতকরণ বা পরিবহণ করা যাবে না।

১৯ . কারখানার চার পার্শ্বের খালি যায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির বৃক্ষ রোপনপূর্বক সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে।

২০ . প্রতিষ্ঠানটিতে এনার্জি সেভিং LED বাল্ব ব্যবহার করতে হবে।

২১ . কর্মরত শ্রমিকদের জন্য Personal Protection Equipment যেমন গ্লাভস, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২২ . কারখানা সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পুনব্যবহার অথবা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে।

২৩ . কারখানার সৃষ্ট শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্য নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

২৪ . কারখানটির অবকাঠামো পরিবর্তন/পরিবর্ধন কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন/ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি ও ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

২৫ . ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়নপূর্বক সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

২৬ . কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন উপাদান ব্যবহার করা যাবে না।

২৭ . এ পর্যায়ে প্রাপ্ত ও পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। পরবর্তীতে কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ বা অসত্য কিংবা গোপন করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৮ . এই ছাড়পত্র জারীর তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হবার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

২৯ . প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোর পরিবর্তন/পরিবর্ধন কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন/বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোতি গ্রহন গ্রহন করতে হবে।

৩০ . ছাড়পত্রের মূলকপি কারখানায় সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিম বা কোন কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শনসহ কারখানার কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় ইস্যুকৃত ছাড়পত্র বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩১ . অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তের কোনটি বঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আপনার কারখানার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০২) অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।